দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিনিময়ে উপবৃত্তি প্রদান ও প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা প্রসঙ্গ

সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচিকে একীভূত করে দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে সরকারের জারিকৃত সর্বশেষ নীতিমালাটি জুলাই-সেপ্টেম্বর উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার কর্তৃক জারিকৃত উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের পরিপত্রে (প্রাগবি/ উ-১/ ২১-১/ ৭৭৭ তারিখ ২২/১১/২০০০) উল্লেখ ছিল, প্রতিটি বিদ্যালয়ের পঞ্চম, শ্রেণীতে অধ্যয়নরত মোট ছাত্র-ছাত্রীর ১৫% প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করলে ওই বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কোনো, ছাত্র-ছাত্রী উপবৃত্তির সুবিধা পাবে না। কিন্তু সরকারের সর্বশেষ জারিকৃত পরিপত্রে (প্রাগবি/পরি-২/৫/ ২০০২ তারিখ ১০/১০/২০০২) বৃত্তি পরীক্ষায় বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের হার ১৫% থেকে ২০%-এ উন্নীত করা হয়েছে। ফলে নতুন নীতিমালা জারি হওয়ায় দেশব্যাপী অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি প্রদান বন্ধ রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ জারিকৃত নীতিমালাটি কোন বছরের বৃত্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকায় সর্বত্র সমস্যা দেখা দিয়েছে। নিয়মানুযায়ী ২০০০ সালে জারিকৃত নীতিমালাটি ওই বছরের বৃত্তি পরীক্ষা থেকে নতুন নীতিমালা জারি না হওয়া পর্যন্ত প্রযোজ্য, হবে। সে অনুযায়ী উপবৃত্তির প্রথম কিস্তি অর্থাৎ জানুয়ারী- জুন, ২০০২ পর্যন্ত টাকা বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। সে ক্ষেত্রে বৃত্তি পরীক্ষায় ১৫% উপস্থিতি বিবেচনা করা হয়েছে; কিন্তু অক্টোবর মাসে সর্বশেষ জারিকৃত নতুন নীতিমালা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টরা সবেমাত্র অবগত হলেন। সুতরাং সার্কুলারটি এই ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য বৃত্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) হবে, যা জানুয়ারী, ২০০৩ থেকে কার্যকর হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেহেতু নতুন নীতিমালাটি এ বছর জারি করা হয়েছে, সেহেতু তা কোনো অবস্থাতেই পূর্ববর্তী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ওপর ভিত্তি করে জুলাই-ডিসেম্বর মাসের উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া ঠিক নয়।

বরিশাল বিভাগের প্রায় সকল জেলা থেকে এর প্রতিবাদ উঠায় বিভাগীয় উপ-পরিচালক তার স্মারক নম্বর ২৯৫ তারিখ ১৯/১১/২০০২ মূলে এক পত্রে সর্বশেষ জারিকৃত সার্কুলারটি পুনর্বিবেচনার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব বরাবরে সুপারিশ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত অধিদপ্তরের সিদ্ধান্তটিও যথার্থ নয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বাস্তব অবস্থাটি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ তেমন সচেতন নয় বলা যেতে পারে। সাধারণত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় পঞ্চম শ্রেণীর মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরাই অংশগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন লক্ষণীয়। শহর বন্দর এলাকা স্কুলগুলোতে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও মফস্বলে বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে ততটা আগ্রহী নয়; এর একমাত্র কারণ অভিভাবকদের অসচেতনতা ও দারিদ্র্য।

বিগত কয়েক বছরে লক্ষ্য করা গেছে, গ্রামের স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বেচ্ছায় বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে আগ্রহী হয় না। তাছাড়া অভিভাবকরাও বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে ছেলে-মেয়েদের উৎসাহিত করা তো দূরের কথা, পরীক্ষার নির্ধারিত ফি প্রদানেও তারা অপারগতা প্রকাশ করেন। ফলে সরকারের আইন অনুযায়ী প্রতিটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর মোট ছাত্র-ছাত্রীর ২০% বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক বিধায় শিক্ষকরা আইন ঠিক রাখতে নিজেদের পকেট থেকে ফি দিয়ে নামের তালিকা পাঠান এবং জোরপূর্বক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে বাধ্য করেন। ফলে অনেকেই পরীক্ষার আগে বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। আর তার প্রভাব পড়ে শিক্ষকদের ওপর যার ফলে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিস, বিভাগীয় মামলা, উপবৃত্তি বন্ধ ইত্যাদি ঘটনা ঘটে থাকে। বৃত্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত এ সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন হওয়া দরকার। মেধাহীন ছাত্র-ছাত্রীদের জোরপূর্বক পরীক্ষা দেয়ানো যেমন ঠিক নয়, তেমনি জোরপূর্বক পরীক্ষা দিয়ে তাদের পাস করানোও অসম্ভব। এসব অযৌক্তিক আইন প্রত্যাহার হওয়া আবশ্যক। অন্যদিকে এই জাতীয় ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে দু' এক জন ছাত্র-ছাত্রীর খামখেয়ালিপনা বা অসচেতনতার জন্য পুরো একটি প্রতিষ্ঠানের সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবার আইনটিও অসংগতিপূর্ণ।

শতকরা ২০ ভাগ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা, আবার ২০% পরীক্ষায় অংশ না নিলে সেই বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি বন্ধ করা ইত্যাদি আইন পরিহার করে শিক্ষকস্বল্পতা দূর করা এবং শিক্ষকদের বেতনসহ বিভিন্ন বৈষম্য দূর করে তাদের শিক্ষাদানে আরো আগ্রহী করার ব্যবস্থা নেয়া একান্ত প্রয়োজন। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সুদীপ্ত কৌশিক,
কাউখালী বন্দর, কাউখালী, পিরোজপুর।